শহীদী জোশের নুরনামাঃ

আহনাফ তাহসিন

শিরায় শিরায় জাগতে হবে কাল-ভৈরবের সুর,
বিপ্লবী সেই চরণ-পাতে কাঁপবে তেপান্তর।
নজরুলের দীপ্ত-তেজে, বক্ষ-ভরা বলে,
যুগে যুগে হাদীরা আসবে বিপ্লবের ছায়াতলে!

প্রলয়- শপথ

ঐ শোন শোন চরিদিকে ভাই, বাজল বিষাণ ঘোর,
আঁধার চিরে জাগছে আবার রক্ত-মাখা ভোর!
মসনদে ঐ জাঁকিয়ে বসে শোষক-দলের ভীড়,
লুঠছে যারা বাংলা মা-কে, হানছে বুকে তীর।

শান্তি-সুখের পায়রাগুলো ভয়েতে মরে ত্রাস,
রাজনীতির এই রঙ্গমঞ্চে— শুধুই সর্বনাশ!
মানুষ মরে পথের ধুলোয়, নিত্য হাহাকার,
বিচার-আচার অন্ধ ওরে, রুদ্ধ যে সব দ্বার।

কোথায় আছিস নওজোয়ান? কোথায় তরুণ দল?
জাগরে তোরা, জাগরে বাঘের বাচ্চা মহাবল!
ভাঙরে জিঞ্জির, লাথি মার ঐ ভণ্ড-তখত্-'পরে,
কাপুক ধরণী, কাপুক আকাশ তোদের হুংকারে।

রক্ত যদি চাইতে আসে, রক্ত দেব ঢালি,
ধুয়ে দেব রক্তে মোদের দাসত্বের ঐ কালি।
মিথ্যাবাদের ফানুস যত, পুড়বে লেলিহান,
গাইবো আবার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জয় গান।

থামিস না আর, চলরে এগিয়ে, বক্ষ বাধি বল,
ধ্বংস-স্তূপে ফুটবে কমল— সুনিশ্চিত তাজা ফল!
আজকে প্রলয়-নাচন নাচে ক্ষ্যাপা মহাকাল,
ছিঁড়বে শিকল, আসবে সুদিন, কাটবে জঞ্জাল!

জালেশ্বরীতলা,বগুড়া
১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

রক্ত-শপথ

বিশ্বজুড়ে মুসলিম আজ খুনের দরিয়ায় ভাসে,
জালিম হানে আঘাত শুধু, পিশাচ হয়ে হাসে।
লুটিয়ে পড়ে বোনের ইজ্জত, ভাইয়ের কাটা শির,
এখনও কেন ঘুমিয়ে আছিস? জাগরে মহাবীর!

লোহার কপাটে লাথি মার আজ, ভাঙরে মায়ার ফাঁদ,
রক্ত-স্রোতে ভাসিয়ে দে ওই জুলুম-শাহীর বাঁধ।
হামজা-উমর-হুসাইনী সেই তপ্ত খুনের জোশ,
ফিরিয়ে আনুক হারানো সে দিন, ভাঙুক নীরব রোষ!

গগন ফাটুক 'আল্লাহু আকবর' বজ্র-কঠিন রোলে,
মরণ-ভীতি তুচ্ছ করে চলরে সাগর-ঢোলে।
রক্তে যখন পিচ্ছিল হবে মুক্তির রাজপথ
তখনি আসবে বিজয়-কেতন, মিটবে প্রাণের শপথ!

১৫ই ফেব্রুয়ারি,২০২৬
এ পি বিএন স্কুল ,বগুড়া

সূর্য-ছেঁড়া শপথ

ঘুমাস না আর বিলাস-শয্যায়, তোল রে তোল আওয়াজ,
মাথার ওপর শকুনি ওড়ে, ভাঙ রে তোদের লাজ!
ভিনদেশি ওই বেনের দল, আর দেশি দালাল যত,
ভাবলি কি তুই বাংলা আমার মৃত বা আহত?
আগ্নেয়গিরি ঘুমিয়ে আছে, ভাবিস না তা ছাই,
ফুঁ দিয়ে আজ নেভাবি আগুন? সাধ্য তোদের নাই!

হুকুম দিয়ে চালাবি দেশ? ওসব তোদের ভ্রম,
আমরা হলাম কালবৈশাখী, আমরাই তোদের যম।
রক্তে কেনা এই মানচিত্র, কারো দয়ার দান?
বজ্রপাতে স্তব্ধ করিস কোকিল-কণ্ঠী গান?
তাকিয়ে দেখ আমার চোখে, মহাকালের দাহ,
গিলে খাবো আধিপত্যের বিষাক্ত ওই রাহ।

সূর্যটাকে ছিঁড়ে এনে মশাল করে জ্বালি,
রক্ত দিয়ে মুছে দেবো ইতিহাসের কালি।
মেরুদণ্ড বাঁকা করে আর সইবো না তো ঋণ,
পায়ের তলায় পিষে মারি গোলামির ওই দিন।
যে হাত আমায় শেকল পরায়, সে হাত দেবো ভেঙে,
প্রলয়-নাচন নাচবো এবার লাল তিলকটা রেঙে।

ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিস? ছিঁড়বো দাতের ধারে,
বানের জলে ভাসিয়ে দেবো তোদের অহংকারে।
আমিই স্বাধীন, আমিই সার্বভৌম, আমিই অনির্বাণ,
ভয় দেখাস না মরণ দিয়ে—তুচ্ছ আমার প্রাণ!
উঠল জেগে বাঁধন-হারা দামাল ছেলের দল,
শপথ নিলাম—মুক্ত রবো, থাকবো অবিচল।

১৭ই ফেব্রুয়ারি,২০২৬
জলেশ্বরীতলা,বগুড়া

খোশ-আমদেদ মাহে রমজান

মাগরিবেরই লোহু-রঙিন খুন-খারাবি আসমানে,
ঝিলিক মারে বাঁকা হিলাল—খুশির তুফান এই আনে!
খোল রে দুয়ার, খোল দরাজা—আরশ-কুর্সি কম্পমান,
রহমতেরই বানের তোড়ে ভাসল দেল-ও-মন-প্রাণ।
“খোশ-আমদেদ! খোশ-আমদেদ!”—হাঁকছে পবন ফুরফুরে,
জান্নাতেরই শরাব-সাকি ডাক দিয়েছে সুরপুরে!

ওরে গাফেল! এই সিয়াম কি উপবাসের নাম শুধু?
তৃষ্ণাতে বুক ফাটবে যখন সাহারা-সম খা খা ধু ধু—
সেই অনলে পুড়বে রে তোর খাহেশাতের আবর্জনা,
খাঁটি সোনার মতো তখন জ্বলবে রে তোর উপাসনা!
সামনে যদি থাকে শাহী-খানা, জিব্‌কে লাগাম কষে দে,
নফসে-শয়তান বন্দি আজি—শিকল পরা ওই পদে!

রোজা—এ যে ঢাল-তলোয়ার, রোজা—এ যে জুলফিকার,
রিপু-দলের গর্দানতে হান রে আঘাত বারংবার!
দিনের বেলা চড়বে রে দিন, রাতের বেলা ইবাদত,
কপাল ঠুকে আদায় করে নে খোদার দিল-নেয়ামত।
ভুলে যা সব হিংসা-বিদ্বেষ, ভুলে যা জাত-পাত ও ভেদ,
এক কাতারে দাঁড়িয়ে মোরা ঘুচাব সব মত-বিভেদ।

মাগফিরাতের ঝান্ডা উড়ায় মধ্য-গগনে আফতাব,
বদলে দে তোর জীবনধারা, আন রে রুহানি ইনকিলাব!
সেহরি খেয়ে ডাক দে হাঁক—আল্লাহু আকবার রব,
দুনিয়াদারি তুচ্ছ করি—আজকে মোরা সব নীরব।
ইফতারেতে মিলবে আজি আমির-ফকির ভাই ও ভাই,
নাজাত-কামী মুজাহিদ সব—ভয় কি তোদের? ভয় তো নাই!
রমজানেরই চাঁদ উঠেছে—রক্তে নাচে ঈমানি জোশ,
জাগ রে মুসলিম! ভাঙ রে নিঁদ! হুররারা সব দে রে দোষ!

বগুড়া
১৩ই ফেব্রিয়ারি,২০২৬

বিপ্লবী কলম

সুশীল কথার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসুক কবি,
বজ্র-হাতে আঁকতে হবে রক্ত-রাঙা রবি!
কবির পাড়ায় বাজুক তবে প্রলয়-বীণার তার,
শব্দে শব্দে উঠুক জেগে দুর্জয় ঐ হুংকার!

কবিতা তো নয় শেকল-পরা, কবিতা উদ্দাম,
শব্দে-ছন্দে লুকিয়ে থাকে জনতার সংগ্রাম।
কবির ভাষা নয়কো কেবল সুশীলতার সাজ,
মাঠের কৃষাণ, মজুর-কুলি—সবারি আওয়াজ!

শিরায় শিরায় জাগতে হবে কাল-ভৈরবের সুর,
বিপ্লবী সেই চরণ-পাতে কাঁপবে তেপান্তর।
নজরুলের দীপ্ত-তেজে, বক্ষ-ভরা বলে,
যুগে যুগে হাদীরা আসে বিপ্লবের ছায়াতলে!

২০২৫,ডিসেম্বর

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

উন্মত বলে ডাকিলি কাহারে? ওহে জ্ঞানের কসাই,
গদির মোহেতে মগজ বেচিয়া কোথায় আসন বসাই?
তারেককে তুই নবি বানালি ওহে ভণ্ড কানা?
শব্দের মানে জানিসনে অধম, ধৃষ্টতা নেই জানা?
পবিত্র সেই 'উম্মত' ডাকটি রাসুলের শানে খাটে,
তুই তো দেখি দালালি করিতে সদ্য নামিলে হাটে!
শিক্ষার ভারে ন্যুব্জ যাহারা, তাদেরই এহেন দশা?
মতির ভ্রমেই মস্তক জোড়ে চাটুকারিতার নশা!
তুই যে আজব মূর্খ প্রবর, জ্ঞানের গরিমা নাই,
চামচামিতেই জুটেছে তোর পদ-পদবীর ছাই।
শিক্ষার দ্বারে কলঙ্ক তুই, অন্ধ ভক্তির দাস,
তোর এই সেজদাতে আজ বিবেক ফেলছে দীর্ঘ শ্বাস!!
জাগো কলম, জাগো তলোয়ার, চাটুকারিতার দিন শেষ,
ভণ্ড নেতার ভণ্ড চেলায় ভরছে সোনার দেশ।
শৃঙ্খল ভাঙো, বিপ্লব বাঁচাও, মূর্খতা হোক দূর,
আঘাত হানো ওই মগজে–বজ্র কঠিন সুর!
নবীর মর্যাদাহানি করিয়া যে জনে গায় নেতার গান,
ইতিহাস তাকে আস্তাকুঁড়ে ছুড়িয়া রাখিবে মান (শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নিজেকে তারেকের উম্মত বলার প্রসঙ্গে)
উম্মত শব্দের অবমাননার মিলাতে হইবে হিসাব,
জনতার রোষে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে করো ছারখার এই নেকাব!

রক্তিম ভোরের ইশতেহার

হাঁক ছেড়েছে ওই তৌহিদী বীর, ভাঙো রে বাতেল কপাট,
মিথ্যে মায়ার গণতন্ত্রের পুড়িয়ে দে সব হাট!
যেথায় কেবল মূর্খের মেলা, অযোগ্যদের ভিড়,
সেথায় কি আর মিলবে কভু ইনসাফের সেই নীড়?
জুলুমের এই তখত-তাউস হোক রে খানখান,
দেশ চলুক ওই সত্য পথের— হুকুমাত-এ-কুরআন!

শোন রে তোরা, শোন রে পাষাণ, শোন রে ভণ্ড দল,
শোষিত প্রাণ গুমরে মরে, চোখেতে টলমল!
জনগণের নাম জপে ভাই নিজের পকেট ভরো,
অযোগ্যদের রাজত্বে আজ সত্য কেন ডরো?
আঁধার রাতে মশাল জ্বালো, আনো রে নতুন ভোর,
ভাঙো রে ওই ভণ্ডামির এই লোহার কঠিন ডোর!

কোথায় নজরুল? কোথায় ফররুখ? জাগো রে সেনাদল,
কলম ধরো শমশের সম, দেখাও বাহুর বল!
বিপ্লবী ওই ঝোড়ো হাওয়ায় ওড়াও ন্যায়ের ধ্বজা,
পাপের শাসন নিপাত যাবে, পাবেই তারা সাজা।
রাজপথ আজ কাঁপুক তোদের তাকবিরেরই নাদে,
ভয় কি মরণ? শহীদী প্রাণ কি আর কভু কাঁদে?

পয়গাম ওই আসমানি আজ দিচ্ছে রে আহ্বান,
মুক্তির ওই একটিই পথ— আল-কুরআন আল-কুরআন ।
ভেঙে ফেলো এই পুতুলনাচের মেকি আইনের ঘর,
গড়তে হবে ইনসাফের সেই সত্যের বন্দর।
জাগো রে মুজাহিদ, জাগো রে আজ, ধরো রে তূর্য হাতে,
বিপ্লব আসুক এই বাংলার পরাধীনতার রাতে!

২০২৫.জুলাই...
.বগুড়া

শহীদী হুঙ্কার

বজ্র-কঠিন শপথ কণ্ঠে, বুকেতে ঈমানি বল,
শহীদী জোয়ারে ভাসিয়ে দে আজ ভীরুতার কোলাহল!
শির উঁচু করি' চল রে মুমিন, ভয় কি মরণে তোর?
ঐ দেখা যায় জুলুমের নিশি কেটে গিয়ে হলো ভোর।

তপ্ত রক্তে লিখব মোরা আজাদী-মহাকাব্য,
শহীদের খুনে ধন্য এ ধরা—এ কথা তো চির-নব্য!
যমের দুয়ারে করাঘাত করি' ছিনিয়ে আনব প্রাণ,
শহীদের ইশক-পিয়ালা পিয়ে শোনাব বিজয়ী গান!

গুসলুল মায়্যিত তাহার সাজে না রে ভাই, রক্তই কস্তুরী,
ফেরেশতারাও সালাম জানায় লয়ে নূরের মঞ্জুরি।
কাপুরুষ যারা, তারা মরে শুধু পলে পলে শতবার,
শহীদের মরণ এক সে মরণ—চির-মুক্তির দ্বার।

ওরে ও তরুণ! ও বিপ্লবি! ওরে ও খোদার ফৌজ, ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬
দুনিয়ার এই ক্ষণিকের ভোগ—এ যে মরীচিকা-মৌজ! বগুড়া
মরণ সে তো অমর জীবন, মৃত্যু যেখানে ম্লান,
তপ্ত খুনে সওদা করি জান্নাতী ফরমান!

মহা বিপ্লবী হাদিদের হুংকার!!

জাগো ওরে হাদি, রণ-উন্মাদি, বাজাও প্রলয়-তূর্য,
তিমির বিঁধিয়া উদয় হউক তপ্ত বিপ্লব-সূর্য!
শরিফ ওসমান হাদি আজ জাগে রুদ্র-রোষের তেজে,
শৃঙ্খল-নাচ নাচে রে পাগল— দামামা উঠিছে বেজে!

সে যে অকুতোভয়, সে যে দুর্জয়, ন্যায়ের ঝান্ডা হাতে,
বিপ্লব আনিবে একাকী সে আজ ঘুটঘুটে কালো রাতে।
হাদি মানে পথ, হাদি মানে আলো, হাদি মানে বলিয়ান,
হাদি হয়ে আজ গাও রে সবাই সাম্যের জয়গান!

ভয় নাই ওরে, ভয় নাই মিছে, ভাঙো শোষকের দম্ভ,
হাদির মন্ত্রে দীক্ষিত হোক নিখিল বিশ্ব-দিগন্ত!
খুন-রাঙা পথে চলিব আমরা হাদির পদাঙ্ক চুমি,
মুক্ত করিব শৃঙ্খল হতে এই প্রিয় জন্মভূমি!

ওরে সাবধান! ওরে সাবধান! হাদি আজ হুঙ্কারে,
জুলুমের তখত চূর্ণ হইবে বীরের বজ্র-মারে!
হাদি হয়ে তোরা পথে নেমে আয়, ছিঁড়ে ফেল্ সব ভয়,
রক্তের অক্ষরে লিখে যা আজ— 'বিপ্লবীদের হবেই জয়!'

জানুয়ারি ২০২৬

বজ্র-বগুড়া: পুন্ড্র-প্রলয়

ঐ খেপেছে করতোয়া-মাতাল, ভাঙছে পাষাণ পাড়,
বগুড়া জাগছে—শোন রে জগত, ভাঙতে শৃঙ্খল-ভার!
পুন্ড্রনগরীর ধ্বংসস্তূপে রণ-দুন্দুভি বাজে,
বিপ্লব হাসে রক্ত-সূর্য হয়ে তপ্ত মাটির ভাঁজে।

বজ্র-মুঠিতে আকাশ ধরেছে মহাস্থানের গড়,
এখানেই থেমেছে জরা আর ভীতি, থেমেছে প্রলয়-ঝড়।
বেহুলার সেই বাসর-শোক আজ হয়েছে আগ্নেয়গিরি,
অন্যায়ের ওই কেল্লা ভাঙতে বিপ্লবী আবার ফিরি!

ওরে বগুড়া! তোর দইয়ের সুবাসে বীরের রক্ত মেশা,
তোর মানুষের চোখে-মুখে আজ মুক্তির দারুণ নেশা।
সোনালী ধানের অবিনাশী তেজে কিষাণ-বিপ্লব জাগে,
শোষক-দানব পালাবে এবার—মৃত্যুর মহা-ফাঁগে!

মহাস্থানের পাষাণ-কপাটে বীরত্বের জয়গান,
রক্তে ভেজানো শস্যের ক্ষেতে মুক্তির অভিযান!
দাঁড়া রে বাঙালি, শির উঁচু করে পীর-মজনুর দেশে,
বগুড়া আসিয়া দাঁড়াল সম্মুখে কালবৈশাখী বেশে।

মজনু শাহের তলোয়ার ঐ ঝলকায় আজও রোদে,
আঘাত হানছে জালিমের গদি—বিদ্রোহী মহামোধে!
বগুড়ার মাটি আগ্নেয়গিরি—বিদ্রোহী বুক ভরে,
শৃঙ্খল ভাঙার গান গেয়ে মোরা জয় ছিনাবই জোড়ে!

অমর ঐতিহ্য, অবিনাশী প্রাণ, সত্যের তলোয়ার,
জয় বগুড়া! জয় জনতা! জয় রে বিপ্লব-দ্বার!

দুনিয়াদারির দর্পচূর্ণ

দুনিয়া যাকে 'সাফল্য' কয়, আমি বলি 'ভুল',
এ তো কেবল প্রভুর দয়া, পরীক্ষারই মূল!
পঞ্চম শেষে অষ্টমে আজ—আবার এল বৃত্তি,
হাততালিতে মগ্ন জগৎ, দেখছে মেধার কীর্তি।
সবাই দেখে ফুলের মুকুট, দুনিয়াবি এই শান,
আমি কেবল ভাবি—এ তো ইমতেহান!

মাঝখানে এই চারটে বছর,
জীবন-খাতায় যুক্ত হলো কত নতুন মুখ,
কবর দেশে হারিয়ে গেল কত স্বজন-বুক!
মৃত্যু-মিছিল, আসা-যাওয়া—ক্ষণস্থায়ী সব,
কেউ কি রাখে হিসেব এসব? জানেন কেবল রব!

তিন-তিনবার বদল হলো আমারি ঠিকানা,
স্মৃতির পাহাড় জমল বুকে, কত লোকের তা আজ অজানা!
ছেড়ে আসা ওই উঠোন জুড়ে ফেলে আসা দিন,
অশ্রু আর হাসির মাঝে বেজেছে কত বীণ।
সবাই দেখে হাসির আভা, ঝলমলে ওই রূপ,
সংগ্রামের ওই রাতের কথায় সমাজ থাকে চুপ!

কত যে তাঁর রহমত এল, এল কত পরীক্ষা,
এই জীবনে আল্লাহ ছাড়া কে দেয় এমন দীক্ষা?
ভাঙতে হবে মিথ্যে মোহের দুনিয়াবি এই কড়া,
এ সফলতা নয়কো আমার, আখেরাতের মহড়া!

দম্ভ আমার ধুলোয় লুটোক, চিত্তে নেই গো ভয়,
রহমত আর শোকরগুজার—এই তো আসল জয়!
সামনে চলার দুর্গম পথ, কঠিন এ ময়দান,
কবুল করো হে দয়াময়, আমার এ ইমতেহান!

বৃত্ত পরীক্ষার ফলাফলের পর লেখা!!!!qwerty